48

তারিখ 23.OCT 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

ধারাবাহিক ■ ৫

# বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ॥ বাস্তবায়নের অন্তরায়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর মাঠ পর্যায়ের সকল বাস্তবায়ন কর্মকর্তার পেশাগত দক্ষতার বৃদ্ধির সর্বোচ্চ নির্বাহী হওয়া সত্ত্বেও একটি স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণবিহীন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা প্রশাসনিক পদ পূরণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থা, অরাজকতা, গতিহীনতা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং ১৯৮৩ সালে আরও কতিপয় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি দিয়ে বিভাগীয় উপ-পরিচালকের পদে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে পূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ প্রদানের ফলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিচালনার আওতায় (১৯৮৫-৯০) দ্বিতীয় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয় এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষে লক্ষ্যমাত্রা ৭০% স্কুল গমনোপযোগী বয়সের শিশুর স্থলে ৭৫% শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডির মধ্যে আনা সম্ভব হয়।

অথচ প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পিটিআই-এর প্রশিক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ের সর্বস্তরের বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিয়োগ এতে অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রির অধিকারী হওয়া ছাড়াও শিক্ষাদানে ৩ থেকে ৭ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সুতরাং বর্তমানে কর্মরত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাবিহীন কর্মকর্তার স্থলে প্রাথমিক শিক্ষায় উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কর্মকর্তা দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের স্বার্থে অপরিহার্য বলে মনে করি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কেন্দ্রীভূত ও মাথাভারী প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের আরেকটি বাধা।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৯০-৯৫) সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের স্বার্থে বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীভূত ও মাথাভারী প্রশাসনকে পূর্বে প্রচলিত বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, থানা ও ক্লাস্টারে বিকেন্দ্রীকরণ ও পুনর্বিন্যস্ত করে পরিচালনা করা অপরিহার্য বলে মনে করি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে জেলা পর্যায়ের বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং পিটিআই-এর সুপার ও সহকারী সুপারের অধিকাংশ ক্যাডার পদে বিরাজমান শূন্যতা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের পঞ্চম বাধা।

১৯৮৪ সালে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে কর্মরত জেলা পর্যায়ের ৫৪ জন কর্মকর্তাকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসাবে পদোন্নতিদানের পর দীর্ঘ ৮ বছর সরাসরি বা বিভাগীয় পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় জেলা পর্যায়ের সৃষ্ট ১৬০টি ক্যাডার পদে বর্তমানে মাত্র ১১ জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং ৩৪ জন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্মরত আছেন। অনুরূপভাবে ৫৩টি পিটিআই-এর সুপার ও সহকারী সুপারের মোট ১০৬টি ক্যাডার পদে বর্তমানে মাত্র ৫০টি পদে সুপার ও সহকারী সুপার আছেন।

(চলবে)